দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 4 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

# শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই স্কুলে নূতন বই বিতরণের অভূতপূর্ব সাফল্য

রাজধানীসহ দেশের সকল সরকারি বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে গতকাল শনিবার উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে নূতন বই তুলিয়া দিতে পারিয়াছে বর্তমান সরকার। ইহা একটি অভূতপূর্ব সাফল্য। অতীতে কোনো সরকারই গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি সময়মতো করিতে পারে নাই। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নভেম্বরের মধ্যে ২০০৯ শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছানোর ঘোষণা দিয়াছিল। কিন্তু নূতন শিক্ষাবর্ষে দুই মাসের মধ্যে বই না পাওয়ার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। নূতন বই পাইতে বিলম্বের কারণে কালোবাজার হইতে বেশি দামে সরকারি বই কিনিতে হইত অভিভাবকদের। ইহাছাড়াও বিগত বৎসরগুলিতে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের অর্ধেক বই নূতন দেওয়ার নিয়ম ছিল। শিক্ষার্থীরা বাকি অর্ধেক বই পাইয়াছে পুরাতন। চলতি বৎসরে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা সবগুলি বই নূতন পাইয়াছে। নূতন বৎসরের প্রথম দিন স্কুলে গিয়াই বিনামূল্যে নূতন বই পাওয়ার খুশিতে দেশের অগণিত কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থী খুশির উল্লাসে গদগদ হইয়াছে। সন্তুষ্ট হইয়াছেন অভিভাবকবৃন্দ। প্রাথমিক স্কুল ছাড়াও, সারা দেশে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনা মূল্যের বই বিতরণ কার্যক্রমও একই দিনে শুরু হইয়াছে। এক শ্রেণীর সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি ছিল মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক। মাধ্যমিক স্তরে বিতরণের জন্য যথাসময়ে ১৯ কোটি বই ছাপানোর কাজও শেষ করিয়াছে সরকার। শিক্ষাবৎসরের প্রথম দিনেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের হাতে নূতন বই তুলিয়া শিক্ষাখাতে একটি যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল বর্তমান সরকার। আমরা সরকারের এই সাফল্যকে সাধুবাদ জানাই।

প্রধানমন্ত্রী ৩০ ডিসেম্বর সচিবালয়ে নিজ দফতরে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলিয়া দিয়া বই বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শিক্ষার্থীরা যেন বৎসরের শুরু হইতেই নূতন বই নিয়া স্কুলে যাইতে পারে সে জন্য সময় থাকিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সরকারের এই উদ্যোগ সহজসাধ্য ছিল না। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। গত বৎসর অক্টোবরে এনসিটিবির কাগজের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণে যথাসময়ে বই বিতরণ নিয়া সংশয় দেখা দেয়। ইহার পর নোট ও গাইডবই ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম বাঁধাই শ্রমিক সংকট সৃষ্টি করে বলিয়াও অভিযোগ উঠিয়াছে। সরকারি পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট-বইয়ের বাজারকে চাঙ্গা রাখা এবং সরকারি বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে অবৈধ মুনাফা লোটার ক্ষেত্রে একটি সিন্ডিকেট দীর্ঘকাল হইতে সক্রিয় ছিল। সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করিয়া বই মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি শিক্ষাবর্ষের প্রথমদিনেই শুরু করিতে পারিয়াছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পরবর্তীতে বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের প্রয়োজনীয় সব বই পৌছানো সম্ভব হয় নাই। এসব ক্ষেত্রে অবশিষ্ট বইও নির্ধারিত স্বল্পসময়ে পৌছানো হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন শিক্ষামন্ত্রী।

আজিকার বিশ্বে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নাই। আমাদের দেশের নানা ক্ষেত্রে পিছাইয়া থাকার মূলেও সমস্যাবহুল শিক্ষা খাত। বর্তমানে দেশের শতকরা ৯১ ভাগ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইতেছে। দারিদ্র্য ও অন্যান্য সমস্যার কারণে প্রায় শতকরা ৯ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যাইতে পারিতেছে না। আবার নানাবিধ কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৮ ভাগ শিশু ঝরিয়া পড়ে। সরকার শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একমুখী, সর্বজনীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিয়াছে। নূতন শিক্ষানীতির আলোকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন দেখিবার প্রত্যাশা করিতেছে গোটা জাতি। নূতন বৎসরের শুরুতে দেশব্যাপী সরকারি বই বিতরণের সাফল্য এই প্রত্যাশাকে আরো উদ্দীপিত করিবে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করিব, শিক্ষা খাতে সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপের কারণে দেশে শিক্ষার গুনোন্নয়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ সার্বিক অবস্থার উন্নয়নচক্রটি আরো বেশি দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে।